ফুলের শুভেচ্ছা
বিশ্ব নারী দিবস উদ্‌যাপন

আনোয়ার আকাশ

বিশ্ব নারী দিবসের সেমিনার। পড়ন্ত বিকেলের আলোয় ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েষ্টার্ন সিডনীর ব্লাকটাউন সীমানায় পৌঁছেই দেখলাম সুদৃশ্য ফুলের তোড়া হাতে ডঃ বদরুল আলমকে। কারো সাথে ইশারায় কিছু বলে ফুলের তোড়া রেখে বিদায় নিচ্ছেন। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আয়োজন, সুতরাং শুধু নারীরাই আলোচনায় অংশ নেবে এটা অস্বাভাবিক নয়। আর তাই ডঃ আলমের চলে যাওয়াকে কিছু মনে হয়নি। স্ত্রী আর দু কন্যাকে নামিয়ে গাড়ীতে বসে রেডিও বাংলা অষ্ট্রেলিয়ার অনুষ্ঠান শুনছি। ডঃ মমতা চৌধুরী দুর থেকে আশ্বস্ত করলেন "ছেলেরাও আমন্ত্রিত"।

বুঝতে পারিনি কি হচ্ছে। বুঝেছি একটু পরে যখন নিজেকে আবিষ্কার করলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সম্বিলন কক্ষে - আর পুষ্প সম্ভারের মাঝে দেখলাম অনেক নারীদের। যারা নিজেদের কথা বলতে বা শুনতে এসেছেন। ডঃ তাহমিনা রেজওয়ান তাদেরই একজন। একটু আলাপেই বুঝেছি তার হাসিমাখা মুখে লেগে আছে ডঃ আলমের অবাক করে দেয়া ফুলের সৌরভ। জাগতিক সংসারে অনেক কিছু মানুষকে দেয়া যায় কিন্তু একটা ফুলের শুভেচ্ছা মানুষকে নিয়ে যায় অনেকদুর তা আবারো নতুন করে উপলব্ধি করলাম।

গত ৮ই মার্চ ছিল বিশ্ব নারী দিবস। বাংলাদেশী নারী সহ বিশ্বব্যাপী নারীদের সমান অধিকার অদায়ের অভিপ্রায় নিয়ে সিডনীর বাংলাদেশী নারী সমাজ আয়োজন করেছিল এক বিশেষ সেমিনারের। 'বাংলাদেশী নারীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে আত্ম-সচেতনতাবোধের গুরুত্ব' শীর্ষক এ সেমিনারে সুন্দর জীবন গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন উপস্থিত সুধীজন। ডঃ নার্গিস আক্তার বানু সংগঠনের মুল পরিকল্পনা প্রসঙ্গে বলেন প্রবাসে আমরা অনেকটা একা। বিশেষ করে বিবাহের পর স্বামীর সাথে এদেশে আসা আর আত্মীয় স্বজন সহ সবাইকে এখানে না পাওয়ার কষ্ট সহ সমস্যা সঙ্কুল প্রবাসে স্বামী-স্ত্রীর বিভেদের কথা তুলে ধরেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা "নহি দেবী নহি সামান্যা নারী" থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ডঃ মমতা চৌধুরী বলেন নারীদের আত্ম-সচেতনতাবোধের গুরুত্বের কথা। চাকুরীর ক্ষেত্রে বৈষম্য, বেতন কাঠামো, নিয়োগ সহ অনেক গুলো ক্ষেত্রেই নারীরা পুরুষদের চেয়ে পিছিয়ে আছে। এ জন্য তিনি ব্যাক্তিগত উদ্যোগ অভাব ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অব্যাবস্থার কথা উল্লেখ করেন। ডঃ মমতার মতে এখনো মেয়েরা পুরুষদের তুলনায় ২০ থেকে ৫০% কম বেতন পান। এদেশে সম-অধিকারের কথা বলা হলেও প্রশাসনিক কাঠামোতে মাত্র ১০.২% নারীরা নিয়োগ পাচ্ছেন। এবং এখনো অষ্ট্রেলিয়ার ৪২% কর্মক্ষেত্রে উচ্চ প্রশাসনিক পদে কোন নারীর স্থান নেই।

শিশু-বিষয়ক কার্যক্রমে নিয়োজিত মিসেস্ কৃষ্ণা নন্দী জানালেন, যখন অধিকাংশ সময় তিনি বাসায় কাটাতেন তখনো তিনি মনে করতেন না যে তিনি বাসায় শুধু গৃহিণী হিসেবে সময় কাটাতেন। তার কথার বেশ অকাট্য যুক্তি আছে। কারণ ঘরে থাকেন বটে তবে ঘরের কোন কাজ ফেলে রেখে নয়। এ প্রসঙ্গে বাংলা-সিডনী ডট কমের সম্পাদক আনিসুর রহমান একটি রম্য কথার অবতারণা করেন। এক স্বামী সব সময় ভাবেন তার স্ত্রী ঘরে কোনো কাজ করেন না। স্ত্রী ভাবলো এ থেকে পরিত্রাণ পাই কি করে। অগত্যা স্ত্রী একদিন বাসার মাঝামাঝি একটা লাইন টেনে দিলেন। তিনি তার অর্ধেক নিয়মিত পরিস্কার করে রাখেন যেমনটা করছেন এতো দিন। পাঠক বুঝতেই পারছেন বাসার অন্য অংশটার অবস্থা দিন দিন কি হয়েছিল!

শিশু-বিষয়ক কার্যক্রমে নিয়োজিত মিসেস্ শ্যামলী লোধ তার আগ্রহের কথা জানিয়ে এ কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তার মতে মহিলাদের শিক্ষার পাশাপাশি সচেতনতা বোধ জাগ্রত করা প্রয়োজন। মেয়েদের ক্ষেত্রে ১ ঘন্টা কোথাও গিয়ে কাজ করা খুব কষ্ট সাধ্য আর তাই মহিলাদের সচেতন হতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি সংশয় প্রকাশ করে বলেন যে এটাই একমাত্র বৈঠক না হয়ে এ কার্যক্রম আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

মিসেস শামীম আরা'র মতে ঘরে ও বাইরে, উভয় ক্ষেত্রেই নারীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে আত্ম-সচেতনতাবোধ গড়ে তোলা দরকার।

বাংলা একাডেমী অষ্ট্রেলিয়া'র শারমিন সফিউদ্দিন সোমা বলেন আমাদের মেনে নিতে হবে যে আমরা শিক্ষায় পশ্চাদমুখী, তাই প্রথমেই যা প্রয়োজন সু-শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যুগের ধারা দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। এখন মেয়েরা আর ছেলেরা একসাথে মিলে ঘরে এবং বাইরে কাজ করছে। এর সুফল নারী সমাজ পাবে। এর মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের আগামী দিন গুলোকে আরো সুন্দর এবং আরো অর্থবহ করে গড়ে তুলতে পারবো।

দিপালী খান এর মতে "আমরা এখানে হয়তো নিরাপদে জীবন যাপন করছি কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। যৌতুক ছাড়া আমাদের দেশে মেয়েদের বিয়ে হয় না, বিভিন্ন ভাবে দালালদের খপ্পরে পড়ছে মেয়েরা। শিশু দাস প্রথার উল্লেখ করে তিনি বলেন যার থাকা প্রয়োজন স্কুলে সেই ছোট্ট মেয়ে কাজ করছে মানুষের বাসায় ন্যূনতম উদর পূর্তির জন্যে। আমাদের মেয়েরা নানা ভাবে সামাজিক ভাবে হেয় প্রতিপন্ন হয়, আর যখন বিচারের জন্য বিচারালয়ে যায়, সেখানে বিচারের নামে চলে প্রহসন। আমাদের মেয়েদের বিচারের বাণী নিরবে নিভৃতে কাঁদে"। তিনি এর প্রতিকারের উদ্দেশ্যে নারী সমাজকে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান।

সিডনীর প্রবীণ সংগঠক জনাব নজরুল ইসলামের বলেন সিডনীতে বাংলাদেশী মহিলাদের কোন সংগঠন নেই। মহিলারা কিভাবে তাদের নিজেদের উন্নয়নে কাজ করেন তা দেখতে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি গ্রামীন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডঃ মুহম্মদ ইউনুসের বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রশংসা করে মহিলা বিষয়ক প্রকল্প গুলোর কথা তুলে ধরেন - যার মাধ্যমে বাংলাদেশের দরিদ্র মহিলারা

একটা সম্মানজনক অবস্থানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশী নারী সমাজকে এ ধরণের কাজে আত্মনিয়োগের পরামর্শ দেন তিনি।

সংসারের ভারসাম্য বজিয়ে রাখার জন্যে সন্তান সম্ভবা মেয়েরা কি পরিমান কষ্ট ভোগ করে তা অনেক স্বমীরা উপলব্ধি করেন না। এ সময়টা একটা পূর্ণকালীন চাকুরী করার মতোই কঠিন। মিসেস ইয়াসমীন ইসলাম মনে করেন নারীস্বাধীনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এর জন্য স্বামী এবং স্ত্রী'র মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ আর ভালবাসার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। অনেক মহিলা আছেন সোনালী লাইসেন্স নিয়ে বাসায় আছেন কিন্তু কখনো গাড়ী চালান না। এ ক্ষেত্রে মেয়েদেরই এগিয়ে আসতে হবে।

দু'সন্তানের জননী ডঃ তাহমিনা রেজওয়ান জানালেন সোভিয়েত ইউনিয়নে থাকাকালীন পড়ালেখার পাশাপাশি অসচেতন ভাবেই জড়িয়ে পড়েছিলেন নারী আন্দোলনের সাথে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত স্বামীর অনুপ্রেরণায় কাজ করে চলেছেন নারীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে। প্রতি বছর ৮ই মার্চে স্বামীর কাছ থেকে ফুলের শুভেচ্ছা পেয়ে আসছেন তিনি। পারিবারিক পর্যায়ে এতোদিন এ দিনটি পালিত হলেও এবারই প্রথম দিনটি, বাড়ীর বাইরে পালন করছেন। অষ্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশীদের প্রথম নারী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে তিনি ধন্য মনে করেন নিজেকে।

উপস্থিত সকলের বক্তব্য থেকে এটা পরিস্কার যে, বাংলাদেশে অধিকাংশ মেয়েদের ন্যূনতম অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান নেই। গ্লেনউডের মিসেস্ কামরুন রহমান এর প্রশ্ন বাংলাদেশী নারী সমাজ অষ্ট্রেলিয়া কি তাদের কার্যক্রম নিয়মিত চালিয়ে যাবেন, যা থেকে নারীরা উপকৃত হবেন? এ প্রসঙ্গে তিনি সাংগঠনিক কাঠামোর বাইরেও সংগঠনের মূল কাজের প্রতি দৃষ্টি রাখার পরামর্শ দেন উপস্থিত সুধী জনদের।

উপস্থিতি দিয়ে যারা এ অনুঠানের মান উজ্জ্বল করেছেন তারা হলেন - অরেলিয়া রহমান, অমিয়া মতিন, অনিমা সরকার, ওবায়দুর রহমান ও জাহাঙ্গীর কবীর বাবলু । আয়োজনটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিল ভয়েস অব বাংলাদেশ রেডিও, সিডনী।